BANGLA

যখন পুরুষেরা শিকারে যেতো, তখন নারীরা কী করতো?

সি এন সুব্রমনিয়ম

eklavya

বহু বছর আগে এক শীতের উষ্ণ সকালে আমি আর আমার দুই বন্ধু ভোপালের কাছে কঠওতিয়া জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমি খুঁজছিলাম গুহাচিত্র এবং মুকুল আর শাকিলা খুঁজছিল নতুন-নতুন পাখি। ওরা যখন এমন একটাও পাখি দেখতে পেলো না তখন একটা গুহাচিত্রে এক আশ্চর্য পাখির ছবি ওদের দেখালাম।

“বলো তো এটা কোন পাখি বলে তোমাদের মনে হয়?” ওদের জিজ্ঞেস করলাম।

“এটা তো উটপাখি!” মুকুল বললো, “কিন্তু এটা এদেশে কী করে এলো? এ তো শুধু আফ্রিকাতেই পাওয়া যায়।” শাকিলা জবাব দিলো, “বেচারা তাহলে বোধহয় হেঁটে হেঁটে এসেছিল! কারণ উটপাখি তো উড়তে পারে না।”

“হতে পারে হাজার হাজার বছর আগে এ পাখি এদেশে থাকতো। তারপর লুপ্ত হয়ে গেছে। এভাবে তো বহু প্রাণী লুপ্ত হয়ে গেছে,” আমি বললাম।

রোদে হেঁটে হেঁটে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, খিদেও পেয়েছিল। তাই একটা ঝর্ণার ধারে বসে শাকিলার মায়ের পাঠানো লুচি আর আলুর তরকারি খেতে লাগলাম।

খেতে খেতে মুকুল প্রশ্ন করলো, “যারা এসব গুহাচিত্র তৈরি করেছিল তারা তখন এই জঙ্গলে কী খেয়ে বেঁচে থাকতো বলো তো?”

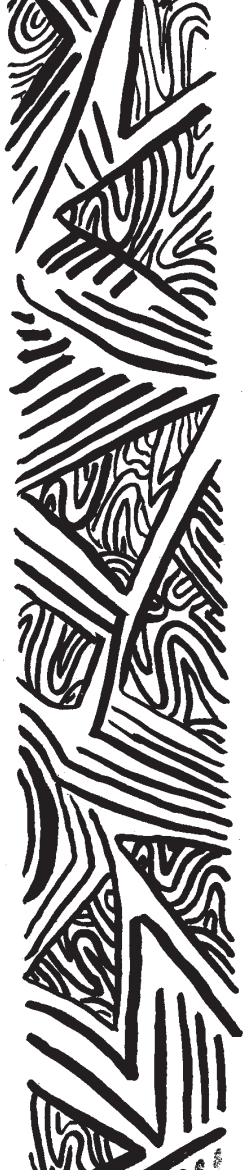

“অবশ্যই চাষ করতো না। জঙ্গলের প্রাণী শিকার করে খেতো নিশ্চয়ই। দেখছো না গুহাচিত্রে কত শিকারের ছবি আছে! হয়তো তারা কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি বর্শা, তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করতো,” আমি বললাম।

“কারা শিকার করতো, পুরুষ না নারী?” মুকুল জানতে চাইলো।

“শিকার করা বোধহয় পুরুষদের কাজ ছিল,” শাকিলা বললো।

“তাহলে নারীদের কী কাজ ছিল বলে মনে হয়? গুহাচিত্রে কি কোনো নারীর ছবি নেই?” মুকুল আবার জানতে চাইলো।

আমি ভাবতে লাগলাম, তাহলে হাজার হাজার বছর আগে নারীরা এই জঙ্গলে কী করতো?

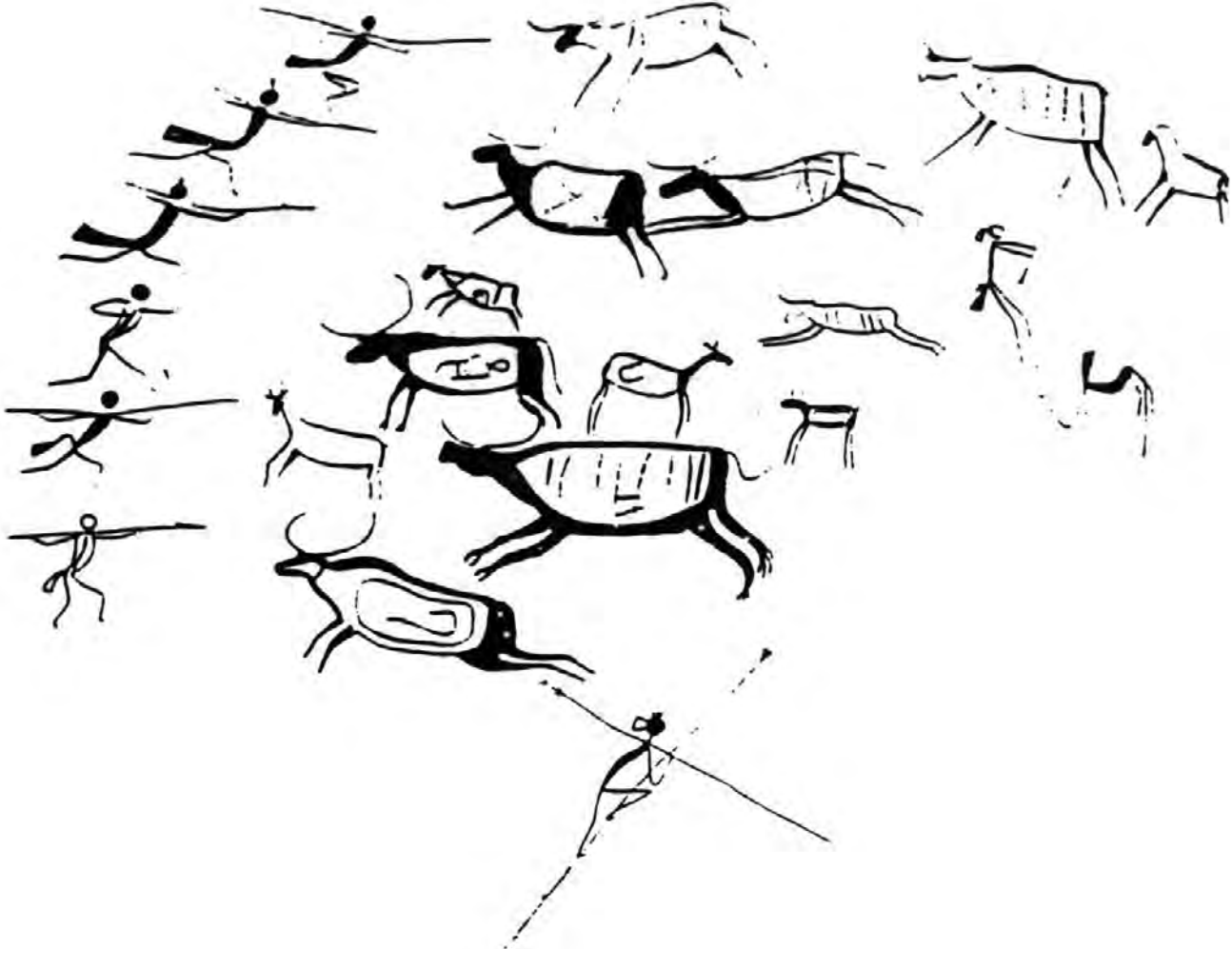

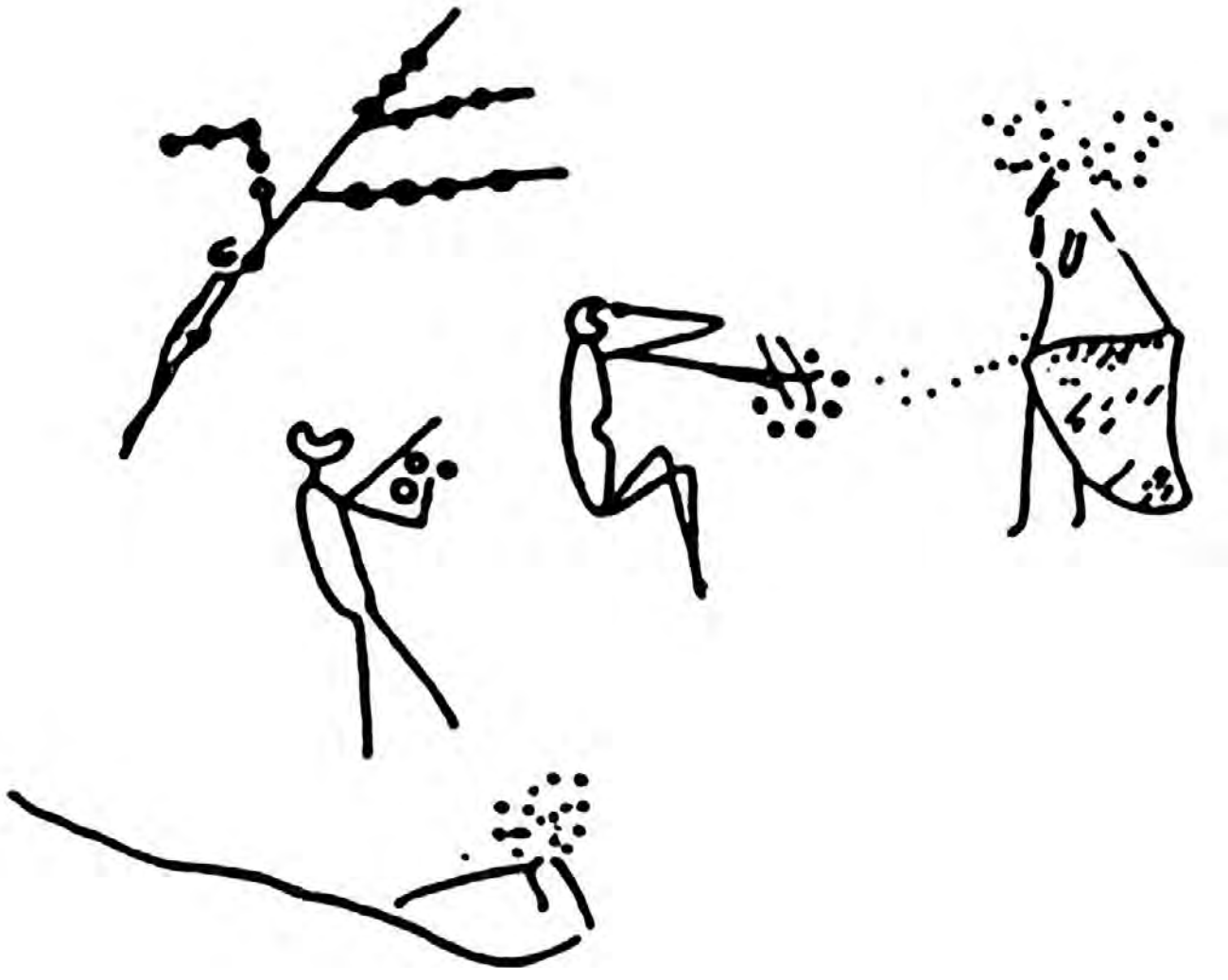

“এত ঘন জঙ্গল। কত গাছ, কত রকমের গাছ। তারা নিশ্চয় এগুলো কোনো কাজে লাগিয়েছিল। নদী, ঝর্না, ডোবা সব রয়েছে। তারা কী কখনো মাছ ধরতো না? তুমি এমন কোনো ছবি দেখতে পাওনি?” মুকুল প্রশ্ন করলো।

মুকুলের প্রশ্ন আমার মনে অনেক দিন ধরে গেঁথে ছিল। অনেক পরে আমি আরও কিছু গুহাচিত্র দেখতে পাই। এসো, ছবি দেখে জানার চেষ্টা করি যে তখন শিকার করা আর ছবি আঁকা ছাড়া মানুষ আর কী কী করতো?

ভীমভেটকার গুহার এই ছবিটা দেখো। দেখে মনে হচ্ছে নারীর মতো একজন গাছে উঠে ফল পাড়ছে। নীচে দুজন ফল খাচ্ছে।

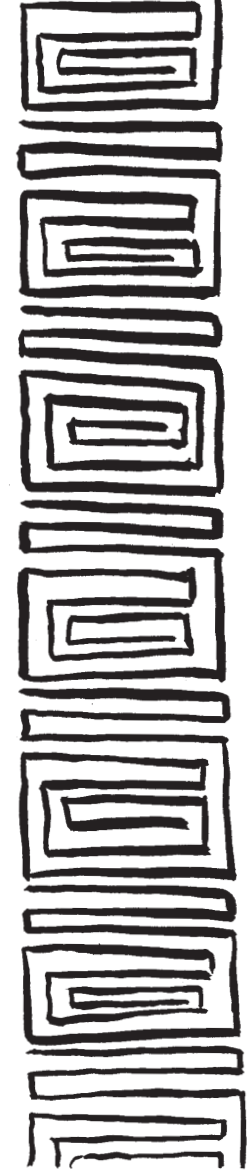

পাচমারির মহাদেব পাহাড়ের গুহায় পাওয়া এই ছবিটা দেখে আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি ছবিটা কীসের।

কিছুক্ষণ পরে একটি মেয়ের কাছে জানতে চাইলাম। মেয়েটি ওখানেই ঘোরাঘুরি করছিল। সে ছবিটা ভালো করে দেখে বললো,"মেয়েরা মৌচাক ভাঙছে।" আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম যে আমি যা বুঝতে পারলাম না মেয়েটা একবার দেখেই সেটা বুঝলো কী করে? তোমরাও ছবিটা ভালো করে দেখো। দেখতে পাবে একদল মানুষ দড়ির মই বানিয়ে কোনো গাছ বা পাহাড়ের থেকে মৌচাক ভেঙে মধু জড়ো করছে। মেয়েটি আমায় বললো যে সে আর তার ভাই মিলে এভাবেই মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে। তারপর মধু আর মৌচাকের মোম ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেয়।

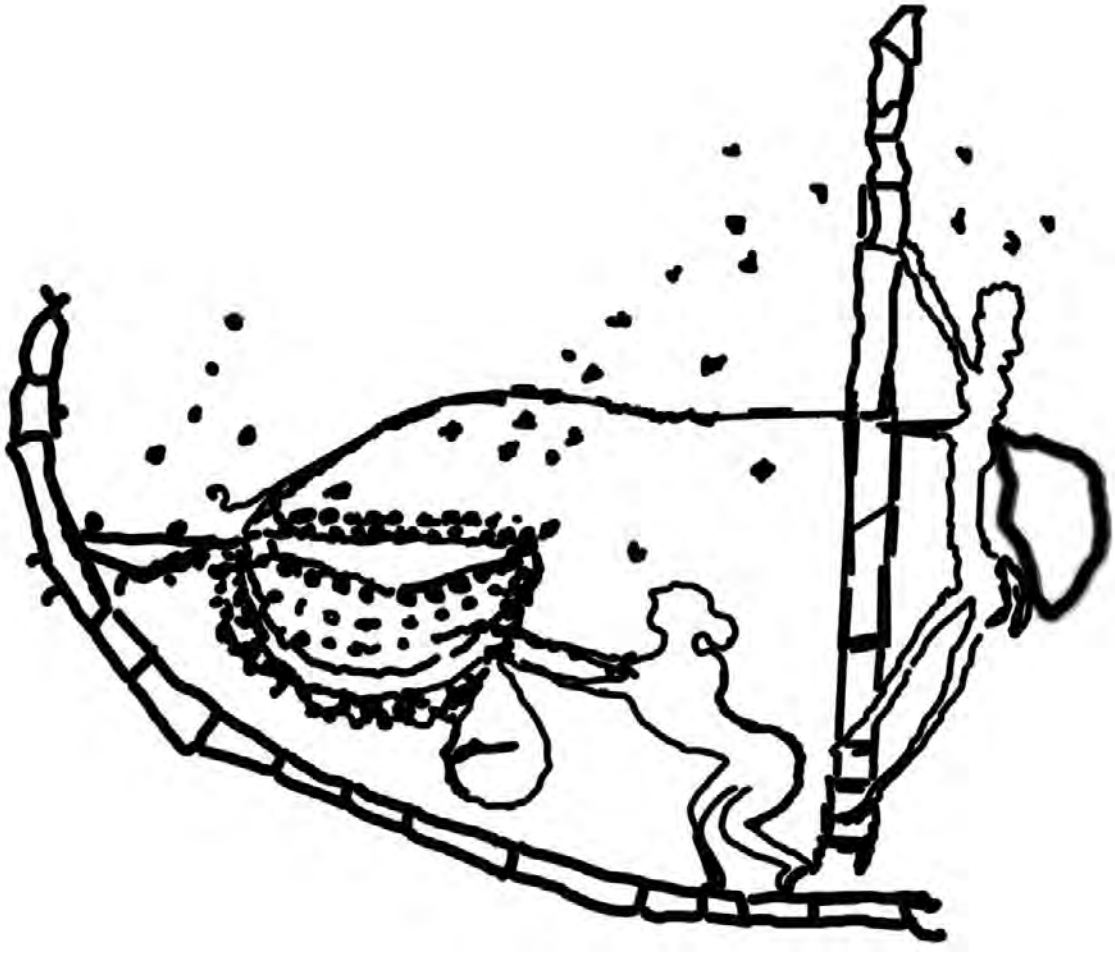

লাখাজোয়ারের এই গুহাচিত্রটি দেখো। একটা পুকুর থেকে মাছ, কাঁকড়া আর কচ্ছপ ধরার দৃশ্য। কতো রকম ভাবে এগুলোকে ধরা হচ্ছে! কেউ হাত দিয়ে ধরছে, কেউ জাল দিয়ে, আবার কেউ তীর ধনুক দিয়ে।

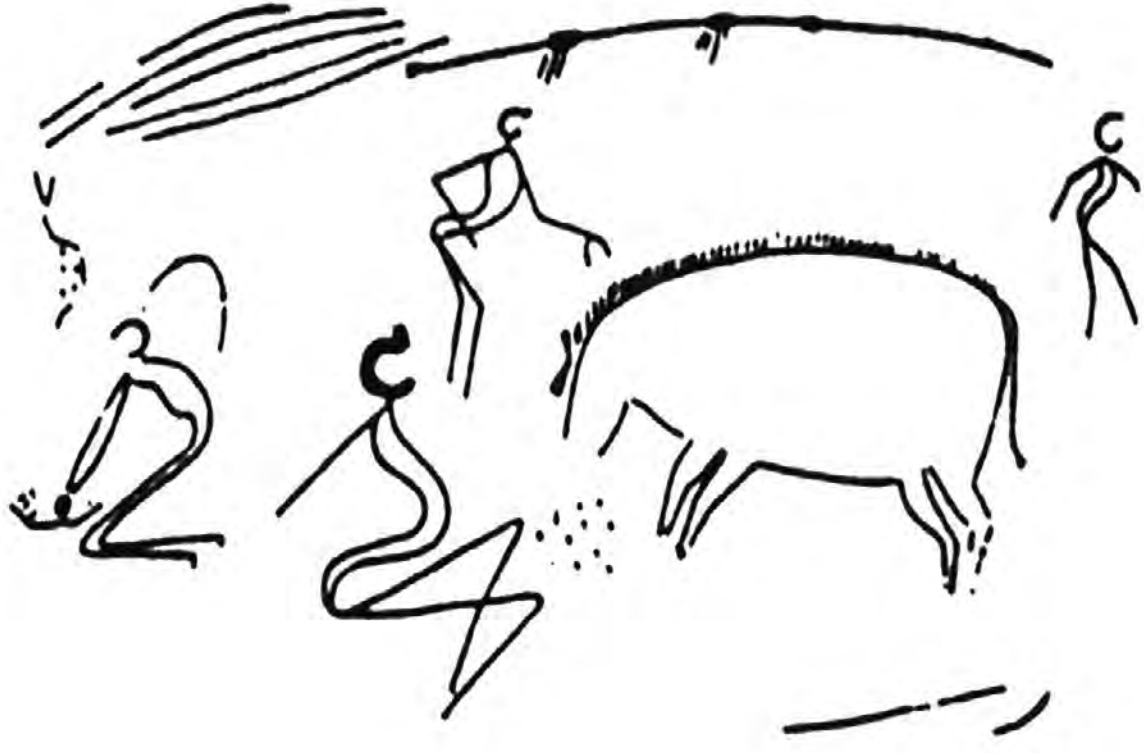

কঠওতিয়ার এই ছবিটা দেখো। দেখে মনে হচ্ছে এক নারী জাঁতায় কিছু পিষছে।
সম্ভবত শস্যের দানা বা বীজ!

এই ছবিটি আমি ওবেদুল্লাগঞ্জের কাছে জাওরাতে দেখেছি। এতে দেখা যাচ্ছে যে কিছু মহিলা ফাঁদ পেতে ইঁদুর ধরছে। ইঁদুরের গর্তে লাঠি ঢুকিয়ে ইঁদুরগুলোকে মেরে ফেলছে। পাশে তিনটে মরা ইঁদুর পড়ে আছে আর কিছু ঝুড়িও রাখা আছে – হয়তো ইঁদুরগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য। মজার ব্যাপার হলো, কিছু ইঁদুর আবার গর্তের অন্য মুখ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

এই ছবিটা দেখে মুকুল আর শাকিলার সেই প্রশ্নগুলির কথা আমার মাথায় এলো। জানিনা ওরা এখন কোথায় আছে। হয়তো কোনদিন এই বইটা ওদের হাতে পড়বে। যদি তোমাদের সঙ্গে ওদের কখনো দেখা হয় তাহলে ওদের বলে দিও যে হাজার হাজার বছর আগে নারীরা কত কিছু করতো।

ব্যাপারটা এমন ছিল না যে পুরুষেরা শিকার করে আনতো আর নারীরা শুধু সেসব রান্না করতো। তারাও গাছে বা পাহাড়ে উঠে মধু, ফল জড়ো করতো, ইঁদুর আর খরগোশ জাতীয় প্রাণী শিকার করতো। গাছগাছড়া সম্বন্ধে তাদের গভীর জ্ঞান ছিল। কারণ তারাই ফল পাড়তো, বীজ, শিকড়বাকড় সংগ্রহ করতো। এজন্যই অনেকে বলে যে নারীরাই চাষ করা শুরু করে।

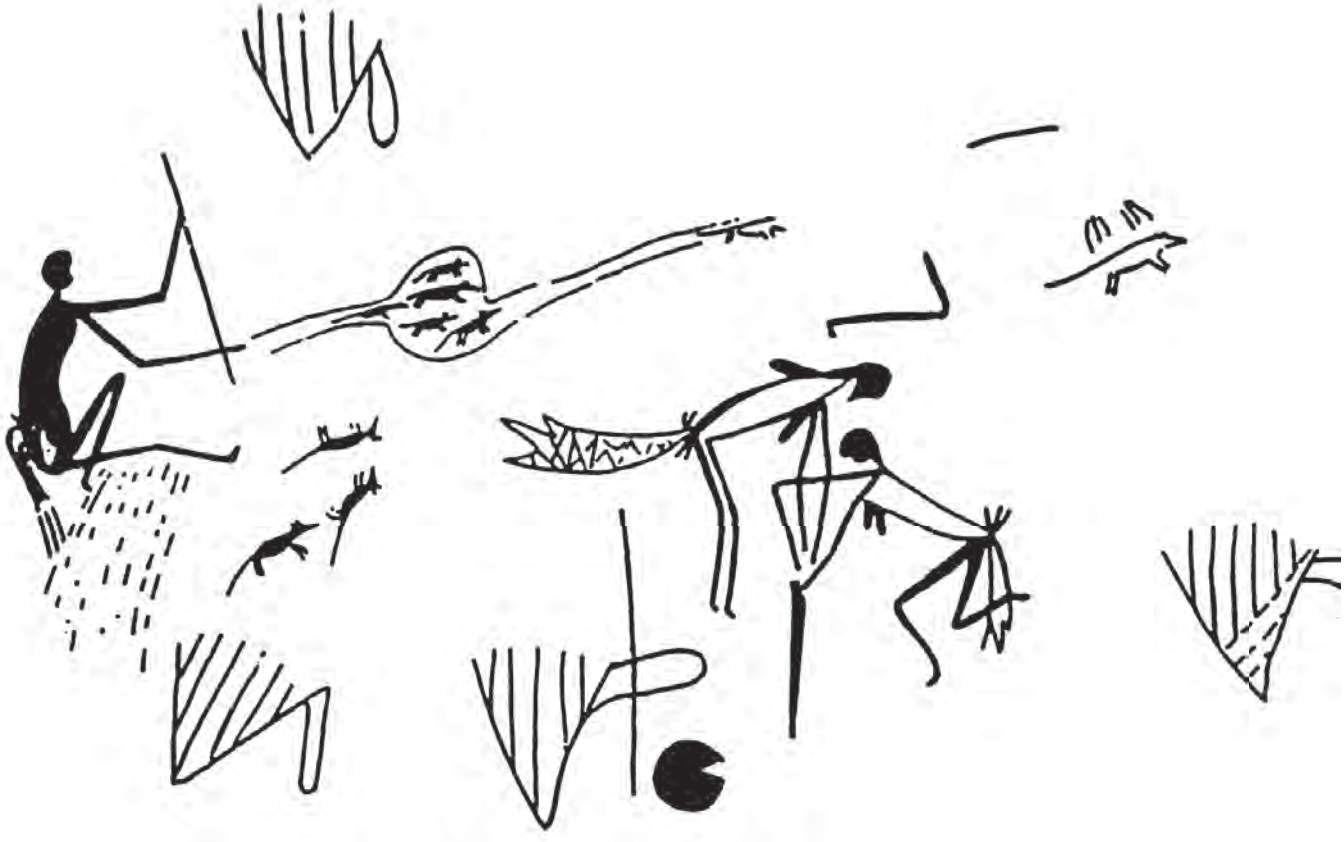

নারীরা যেমন ফল-মূল সংগ্রহ করতে করতে গাছপালার ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পেরেছিল, তেমনি পুরুষেরাও শিকার করতে করতে প্রাণীদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিল।

উল্টোদিকের পাতার ছবিটা কঠওতিয়ার। এই ছবিতে হরিণের পাচন প্রণালী পুরোটা দেখানো হয়েছে। মনে হয় শিল্পী হরিণের পেট চিরে তার ভিতরের পুরো গঠনটা দেখেছিলেন। এমনকি হরিণের পেটের মধ্যে থাকা অর্ধেক হজম হওয়া খাবার অব্দি ছবিতে দেখা যাচ্ছে। এইভাবে দেখে দেখেই মানুষ তার চারপাশের দুনিয়া সম্বন্ধে গভীরভাবে জানতে পেরেছিল।

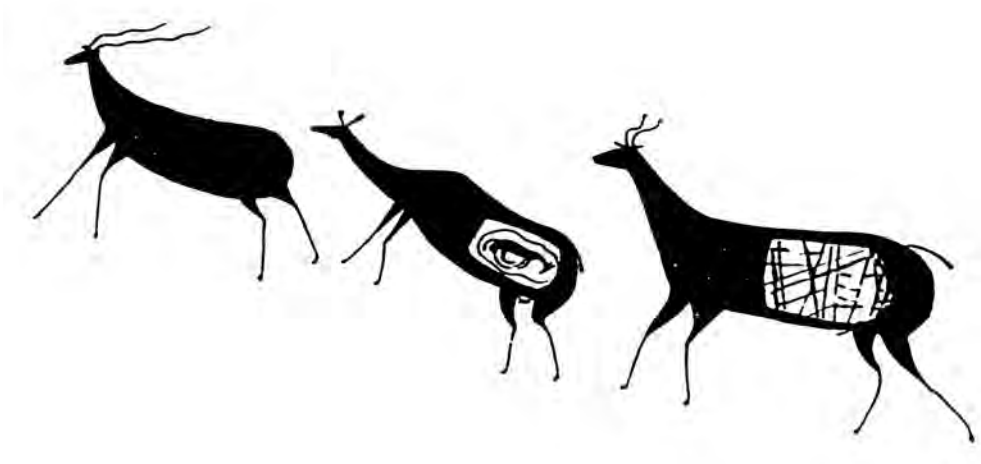

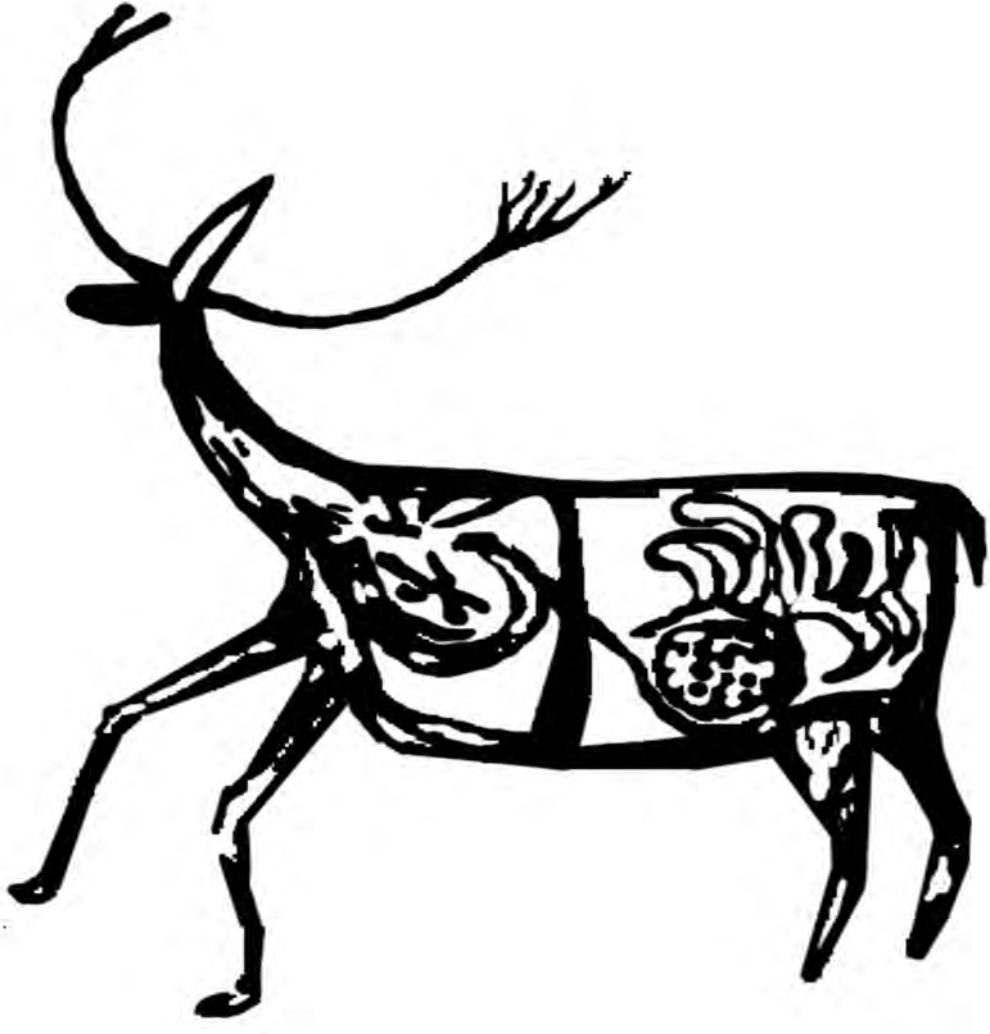

যখন পুরুষরা শিকারে যেত, তখন নারীরা কী করতো? / Jakhon purushera shikare jete, takhon naarira ki karto?
লেখক: সি এন সুব্রমনিয়ম

অনুবাদ: শুদ্ধ ব্যানার্জি
শিলালিপির ছবি - এরউইন ন্যুমায়ের (লাইন্‌স অন স্টোন বই থেকে)
বর্ডার মোটিফ - প্রজ্ঞা শঙ্করন
ডিজাইন: কনক শশী
সম্পাদনা ও সংযোজনা: ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)
সম্পাদকীয় সহযোগিতা: নাসরীন, টুলটুল বিশ্বাস, বংসী শর্মা, রুদ্রাশিস
উৎপাদন সহযোগিতা: ইন্দু নায়র, কমলেশ যাদব, মোহম্মদ খিজর

'While the men went hunting, what did the women do?' গল্পের বাংলা অনুবাদ যা ইংরেজিতে ও হিন্দিতে একলব্য দ্বারা প্রকাশিত।

Bangla translation of story 'While the men went hunting, what did the women do?' published in English and Hindi by Eklavya.

অনুবাদ: একলব্য ফাউন্ডেশন, মার্চ 2024

এই বইটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের অ্যাট্রিবিউশন-নন-কমার্শিয়াল-নো ডেরিভেটিভস 4.0 ইন্টারন্যাশনাল (CC BY-NC-ND) এর অধীনে পড়ে।
এর সম্পূর্ণ বিবরণ নীচের লিঙ্ক-এ পাওয়া যাবে - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
লেখক এবং প্রকাশকের তথ্যসহ অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো পরিবর্তন ছাড়া বাংলা বইটির লেখা ও ছবি কপি এবং বিতরণ করা যাবে। অন্য কোনো অনুমতির জন্য, প্রকাশকের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে।

প্রথম সংস্করণ: মার্চ 2024 (1000 কপি)
কাগজ: 140 gsm ব্রাউন ক্রাফ্ট পেপার
ISBN: 978-81-19771-80-6
মুল্য: ₹ 30.00

দূরবীন, এইচ টি পারেখ ফাউন্ডেশন
(H T Parekh Foundation)-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত।

প্রকাশক:
একলব্য ফাউন্ডেশন (Eklavya Foundation)
জামনালাল বাজাজ পরিসর, জাটখেড়ী,
ভোপাল – 462026 (মপ্র)
ফোন: +91 755 297 7770-71-72
www.eklavya.in

সম্পাদনা ও সংযোজনা:
ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)
কৃষ্টি নেস্ট, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং – 302, কালিপার্ক,
রাজারহাট, 24 পরগনা (উ), পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা – 700136
ফোন: +91 70447 05339

মুদ্রণ: ভান্ডারী প্রেস, ভোপাল

গুহাচিত্রের ভিত্তিতে প্রস্তর যুগে নারীদের জীবনযাত্রা জানার একটি প্রয়াস।

সি এন সুব্রমনিয়ম
একলব্যের সমাজ বিজ্ঞান প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখতে ভালবাসেন।

মুল্য: ₹ 30.00
9 788119 771806